অবকাঠামো

বিদ্যুৎ (২০০৯-২০১২)

- বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসাধ্য সাধন। চার বছর আগের লোডশেডিং এর দুঃসহ যন্ত্রনার অবসান।
- ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। ৬ জানুয়ারি ২০০৯ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার ২৬৮ মেগাওয়াট।
- ২০০৯-২০১২ এই চার বছরে ৩ হাজার ৮৪৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৭৩ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক এবং ১ হাজার ৯৭২ মেগাওয়াট তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সরকারী খাতে ১ হাজার ৬৬৬ মেগাওয়াট, বেসরকারী খাতে ২ হাজার ১৮৩ মেগাওয়াট।
- এর মধ্যে ২০০৯ সালে ৩৫৬ মেগাওয়াট, ২০১০ সালে ৭৭৫ মেগাওয়াট, ২০১১ সালে ১ হাজার ৭৬৩ মেগাওয়াট এবং ২০১২ সালে ৯৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

সারণী: নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন।

সাল	বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ	উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯	১২টি	৩৫৬
২০১০	৯টি	৭৭৫
২০১১	২২টি	১,৭৬৩
২০১২	১১টি	৯৫১
মোট	৫৪টি	৩,৮৪৫
নির্মাণাধীন ২৭টি, উৎপাদন হবে ৫ হাজার ৪৩৭ মেগাওয়াট		
টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন ১৫টি, উৎপাদন হবে ৩ হাজার ২৯৬ মেগাওয়াট		

- সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাজার ৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত।

- উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮০ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ১৫ শতাংশ তরল জ্বালানি, ৩ শতাংশ কয়লাভিত্তিক এবং ২ শতাংশ জলবিদ্যুৎ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ মার্চ ২০১২ সিলেটে নবনির্মিত ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

- ৬০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি। মাথাপিছু বার্ষিক উৎপাদন ২৯২ কিলোওয়াট ঘণ্টা।
- সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির চেয়ে অধিক উৎপাদন।
- ৫ হাজার ৪৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন।
- ৩ হাজার ২৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন।

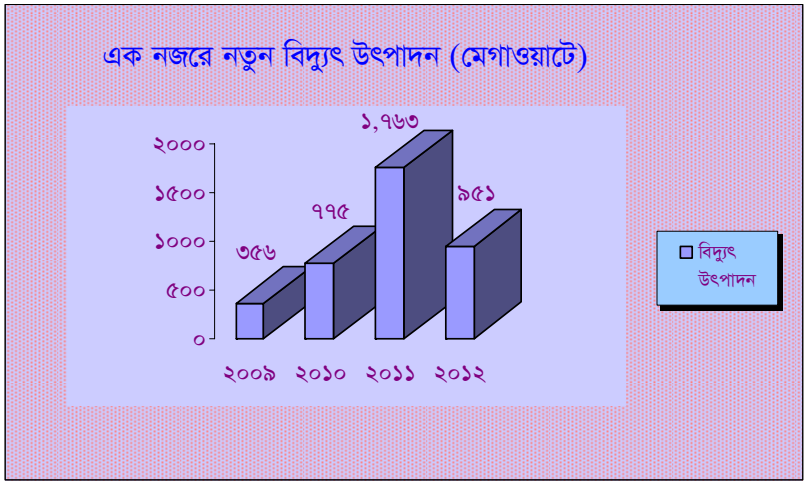

- ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী খাতে ৯০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ।
- পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান প্রণীত। এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালে ১৩ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট, ২০২০ সালে ২২ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট, ২০২৫ সালে ৩০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৩৯ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ৮ হাজার ৯৪৯ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ২ লক্ষ ৮১ হাজার ১২৩ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ।
- বিভিন্ন অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১৪টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ১ হাজার ৯৯২ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি। পূর্বের ৫টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৪৭৭ এমভিএ বৃদ্ধি। গ্রীড উপকেন্দ্র সংলগ্ন ১ হাজার ৪৯ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ।
- আরও ১০টি গ্রীড উপকেন্দ্র ও ১ হাজার ৮০০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণাধীন।
- দেশের উপকেন্দ্রগুলোর সেন্ট্রাল কন্ট্রোল নিশ্চিতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ভবন নির্মাণ।
- লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধানে দেশের ৮টি উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১১৪টি গ্রীড সাব স্টেশন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ।
- সঞ্চালন লাইনের উপর ২ হাজার ৫১৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার গ্রাউন্ড ওয়্যার স্থাপন। ২৩ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ। ৭২টি উপকেন্দ্র ও ১ লক্ষ ১৮ হাজার বিতরণ ট্রান্সফর্মার নির্মাণ। ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার ৪৭ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে উন্নীত।
- সেচ কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ধানের বাম্পার ফলন।
- সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কৃষি এলাকায় অতিরিক্ত লোড বরাদ্দ প্রদান।
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৩১ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা, ডিপিডিসি ৮ হাজার ৬০ কোটি টাকা, ডেসকো ৪ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা, পিজিসিবি ২৪৭ কোটি টাকা, পবিবো ৬ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা এবং ওজোপাডিকো ২ হাজার ৫০৪ কোটি টাকাসহ মোট ৫৪ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়।

- এনালগ মিটার পরিবর্তন করে ডিজিটাল মিটার প্রবর্তন।
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিএমআরই করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন।
- ৮টি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্কার ও পুনর্বাসন। এতে ৯৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি। আরও ৫টি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংস্কার ও পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নাধীন।
- সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে আনার লক্ষ্যে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার সংযোজন কার্যক্রম গ্রহণ। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ডেসকোর আওতায় ৫৬ হাজার ৪১৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন। আরও ৩৫ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- পল্লী বিদ্যুতায়নের আওতায় ২৬ হাজার ৫০২ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ।
- ১৯ লক্ষ ৮৯ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।
- ২৯ হাজার ৯৬৬টি সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ। এতে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার।
- ৯২টি উপকেন্দ্র নির্মাণ। ২ হাজার ৪০৫ এমভিএ ক্ষমতার বিদ্যুৎ সৃষ্টি।
- পল্লী বিদ্যুতে সিস্টেম লস ১৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ থেকে ১৩ দশমিক ৯৬ শতাংশে হ্রাস।
- পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকদের সেবার মান উন্নয়নে এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে বিল প্রদান, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন ব্যাংকিং ও নতুন গ্রাহকের আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি।
- ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ।
- এ লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রীড ইন্টারকানেকশনের সুযোগ সৃষ্টি।
- কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক তিনটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- পাবনা জেলার রূপপুরে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি চুল্লীবিশিষ্ট একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদন। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু।
- সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ এবং অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান।
- ২৯২ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ১০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন। এর আওতায় ৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিনামূল্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ।

- দক্ষ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ৭ ডিসেম্বর ১৯০১ এ ঢাকা শহর প্রথম বিদ্যুতায়িত হওয়ার দিনকে পালনের লক্ষ্যে প্রতি বছর দেশব্যাপী ৭-১১ ডিসেম্বর জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন। এতে বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি ও জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- পাওয়ার জেনারেশন পার্টনারশীপ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট এনার্জি এসোসিয়েশন এবং মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেম চালু। গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।
- এসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি।

জ্বালানি (২০০৯-২০১২)

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তায় দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তৎকালীন বিদেশী তেল কোম্পানী "শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড" এর মালিকানাধীন তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ এ ৫টি গ্যাস ফিল্ড নামমাত্র মূল্যে বাংলাদেশ সরকার ক্রয়।
- বিদেশী কোম্পানীর অধীনে থাকা দেশীয় গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় সম্পদে পরিণত।
- দেশের সম্পদ রক্ষার এই যুগান্তকারী পদক্ষেপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিবছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন।

হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ বা নৌ জা অনুসন্ধান।

- ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে কোনো অগ্রগতি না হওয়া এবং বার্ষিক চাহিদা ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদার সাথে গ্যাস সরবরাহে ব্যাপক ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- দেশের সর্বত্র সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি বেসরকারী অংশীদারিত্ব ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ২৫টি গ্যাস-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত।
- আবিষ্কৃত ২৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ১৯টি ক্ষেত্রের উৎপাদনরত ৮৪ গ্যাসকূপ থেকে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন।
- ২৪টি ক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৬ দশমিক ৮৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। অপর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ নিরূপণ কার্যক্রম অব্যাহত।
- এর মধ্যে জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০ দশমিক ৫১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন।
- উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট নিট মজুদের পরিমাণ ১৬ দশমিক ৩৭০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
- গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১ হাজার ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ২ হাজার ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত।
- দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত।
- প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার ৭৫ শতাংশ পূরণ।
- সরবরাহকৃত গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪২ শতাংশ, শিল্প-কারখানায় ১৭ শতাংশ, ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১৬ শতাংশ, গৃহস্থালীতে ১২ শতাংশ, সার উৎপাদনে ৭ শতাংশ, সিএনজিতে ৫ শতাংশ এবং বাণিজ্যিকভাবে ১ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার।
- গ্যাস খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস আইন প্রণয়ন।
- মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় দেশী-বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক ২০১৫ সালের মধ্যে দৈনিক অতিরিক্ত ১ হাজার ৫৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- এর মধ্যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী শেভরন কর্তৃক বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দৈনিক অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং ২০১৫ সালের মধ্যে জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র থেকে অতিরিক্ত ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- হবিগঞ্জ জেলার রশিদপুরে মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন। অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ।
- আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গাতে ২টি কম্প্রেসর স্টেশন নির্মাণাধীন।

- চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৪৮ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ।
- সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১৮ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ।
- সুন্দলপুর থেকে ফেনী পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।
- বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে উৎপাদিত গ্যাস দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরবরাহের জন্য প্রথমবারের মতো ৬৬ ইঞ্চি ব্যাসের বিবিয়ানা-ধনুয়া ১৩৭ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণাধীন।
- এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি।
- রাজশাহী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৭০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন।
- আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬১ কিলোমিটার একটি গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণাধীন।
- বাপেক্সকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ। একটি আধুনিক ড্রিলিং রিগ ও একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়।
- বাপেক্স নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার ও চিহ্নিতকরণে সাফল্য অর্জন।
- বাপেক্স কর্তৃক সুন্দলপুর, সেমুতাং, ফেঞ্চুগঞ্জ ও সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খনন ও ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬৫-৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ।
- বাপেক্স বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে ১০টি উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে ২৫০-৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- বাপেক্স এর নিজস্ব জনবল দিয়ে রশিদপুর, কৈলাশটিলা, সিলেট, তিতাস, বাখরাবাদ ও সালদা নদী ফিল্ডের ১ হাজার ৩৭০ বর্গকিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরীপ সম্পন্ন।
- বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে ১ হাজার ২৯৭ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরীপ সম্পন্ন।
- জরীপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে কৈলাশটিলা ও সিলেটে তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা যাচাই এবং তিতাস ফিল্ডে গ্যাস প্রাপ্তির ডিপ প্রসপেক্ট চিহ্নিত।
- জরীপের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্রে ৩০টি নতুন কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ২০১২-১৭ সময়ে আরও ১ হাজার ৯৫০ বর্গকিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরীপ করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে অফশোর বিডিং রাউন্ড আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের ৯টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্রাঞ্চলের ৩টি ব্লকসহ মোট ১২টি ব্লক অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউণ্ড চূড়ান্তভাবে ঘোষণা।

- গভীর সমুদ্রের দুইটি ব্লকের জন্য কনোকো ফিলিপস্ এর সঙ্গে একটি পিএসসি স্বাক্ষর।
- নতুন নতুন তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগের জন্য গ্যাস ডিভালাপমেন্ট ফান্ড গঠন।
- এ ফান্ড থেকে ১৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ১ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে এলএনজি আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ।
- কাতার থেকে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- আমদানিকৃত এলএনজি পুনঃগ্যাসে রূপান্তর করে দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি।
- মহেশখালীতে এলএনজি'র ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালনের জন্য মহেশখালী থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত ৯১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন।
- ৬টি আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে ৬০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি আমদানি করে বটলিংকরণ। আরও ২২টি বটলিং প্ল্যান্টের অনুমোদন।
- ২ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জ্বালানি খাতের বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থার অনুকূলে ১ হাজার ২৩৮টি লাইসেন্স প্রদান।
- পেট্রোবাংলার ১৩টি কোম্পানীর মাধ্যমে তেল-গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যে ২ হাজার ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- বৃহত্তর চট্টগ্রাম ভিত্তিক আলাদা গ্যাস শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা।
- পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের আওতায় রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ২৮০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণের লক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা।
- দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ৩৫৬ কিলোমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন এবং ৮৪৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।

- সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড থেকে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৬৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ। দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ।
- গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতাধীন সকল জেলায় ৩০০টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন, ৭৪ হাজার ৮৪৯টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর এবং যানবাহনে সিএনজির ব্যবহারের পরিমাণ ৪ হাজার ৩৬৮ মিলিয়ন ঘনফুট।
- কৈলাশটিলা ফ্রেকশানেশন প্লান্টে ২৪ হাজার ৪১ মেট্রিক টন এলপিজি, ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৩ কিলোলিটার মটর স্পিরিট এবং ২৫ হাজার ৮৬৩ কিলোলিটার হাই স্পীড ডিজেল উৎপাদন।
- সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর আওতায় ৮৪৫ কিলোমিটার পাইপলাইন রুট সার্ভে সম্পন্ন।
- ১২টি মিটারিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন।
- তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর মাধ্যমে ১ হাজার ৩০৯ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন।
- তিতাস কর্তৃক মোট ১ হাজার ৪৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ।
- আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকরা মোবাইল ফোনে বিল প্রদানের লক্ষ্যে বিল-পে সিস্টেম প্রবর্তন।
- ২০০৮ সালে সিস্টেম লস ৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ থেকে কমে ২০১২ সালে সিস্টেম গেইন হয়েছে ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে ৪৫৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।
- স্বচ্ছতার সাথে মিটার পরীক্ষণের জন্য ৫টি অনসাইট মিটার ক্যালিব্রেশন ইউনিট স্থাপন।
- গ্যাসের অপচয় রোধে ঢাকার লালমাটিয়া ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ৪ হাজার ৫০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।
- মনোহরদী ও নরসিংদী জেলায় ২৫০ কিলোমিটার সমান্তরাল লুপলাইন নির্মাণ।
- গ্যাস বিক্রির পরিমাণ ২৫ হাজার ৪৬২ কোটি টাকা। মুনাফা অর্জন ৪ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৪২৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান।
- ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশনের জন্য লাইসেন্স ফি ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫ হাজার টাকায়, নবায়ন ফি ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায়, আবেদন ফি ৫ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার টাকায় এবং অব্যাহতি ফি ২ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার টাকায় হ্রাস।
- ভূতাত্ত্বিক জরীপ পরিচালনার জন্য একটি ড্রিলিং রিগ ক্রয়।
- ৯৬টি ভূবৈজ্ঞানিক ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন। ঢাকা শহরের ২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকার বিশদ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়নসহ ৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকার ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেলিং সম্পন্ন।

- খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা অব্যাহত।
- ভূমিকম্প বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে সারাদেশে ২০টি এক্সসেলারোমিটার স্থাপন। আরও ১০টি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- চলনবিল এলাকায় ১ হাজার ৩৮৭ বর্গকিলোমিটার ও টেকনাফ উপজেলার ৩৮৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নসহ দুর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ।
- ঢাকা শহরের নির্মাণ ভূমির ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রযুক্তি ও পরিবেশগত বিভিন্ন তথ্য সংবলিত সহজবোধ্য ত্রিমাত্রিক উপাত্ত নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থাপনা নির্মাণকারী ও নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রণয়ন।
- গ্যাসের মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ ও গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মিনি ডাটা ব্যাংকে সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি পিপিপি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পিএসসি'র আওতায় গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং।
- গ্রাহক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আরবিট্রেশন কাজ শুরু।
- বিপিসি ২০০৯ সালে ৩৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টন, ২০১০ সালে ৪০ লক্ষ ২ হাজার টন, ২০১১ সালে ৫০ লক্ষ ৯২ হাজার টন এবং ২০১২ সালে ৫১ লক্ষ ৮৮ হাজার টন ক্রুড অয়েল, গ্যাস অয়েল, কেরোসিন, জেট ফুয়েল ও অন্যান্য তরল জ্বালানি আমদানি।
- এ জ্বালানি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদন, যানবাহন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনায় ব্যবহার।
- বিপিসি'র জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৯০ টনে উন্নীত।
- মংলা, বাঘাবাড়ি, পার্বতীপুর, নাটোর, আলীগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গোদনাইল এ আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণাধীন।
- বিমানবন্দরগুলোতে জেট ফুয়েল সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন।
- আমদানিকৃত জ্বালানি খালাসের সময় ১৫ দিন থেকে ২ দিনে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সমুদ্রের তলদেশ থেকে ভূমি পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

খনিজ সম্পদ (২০০৯-২০১২)

- বড় পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার টন কয়লা উত্তোলন। এ কয়লা বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত। দৈনিক ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- এ কয়লা খনি থেকে ২৮ লক্ষ ৪১ হাজার টন কয়লা উৎপাদন। বার্ষিক ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- উৎপাদিত কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়ায় আরও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কয়লা খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীকে ১৪৩ কোটি টাকা প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জানুয়ারী ২০১২ জয়পুরহাটে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজী এন্ড মেটালার্জী প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন থেকে ৮ লক্ষ টন কঠিন শিলা উত্তোলন।
- মধ্যপাড়া কঠিন শিলা ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ২৫০ টন কঠিন শিলা উত্তোলন।
- মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি থেকে স্বল্প গভীরতায় দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া ও দীঘিপাড়া, রংপুরের খালাসপীরে স্বল্প সালফার যুক্ত উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচাবালি, সাদামাটি, চুনাপাথর, পিট কয়লা ও নুড়িপাথর আবিষ্কার।
- মোট ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টন কঠিন শিলা উৎপাদন এবং দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার।
- দেশের চারটি স্থানে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে চারটি চুক্তি সম্পাদন।

সড়ক (২০০৯-২০১২)

- একটি টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।
- সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী ২০০৯-২০২৯ সড়ক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দেশে সড়ক ও জনপদ বিভাগের আওতায় মোট ২১ হাজার ৫৭১ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩ হাজার ৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ হাজার ৩২৩ কিলোমিটার ও জেলাসড়ক ১৩ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটার।
- এসব সড়কে ৪ হাজার ৫০৭টি সেতু, ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভার্ট ও ৬০টি ফেরীঘাট আছে।
- এ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ২ হাজার ২৭০ কিলোমিটার সড়ক মেরামত ও পুনর্বাসন, ৫২৮ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ২ হাজার ৩৭২ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং করার মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ উন্নতকরণ। ৭ হাজার ৬৩৯ কোটি টাকা ব্যয়।
- এর ফলে বর্ষা মৌসুম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ও ঘরমুখো মানুষের গন্তব্যে আসা-যাওয়া নির্বিঘ্নকরণ।
- ৩০ দশমিক ৫ কিলোমিটার নতুন সড়ক ও ৪ হাজার ৪৬ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ।
- ১৩টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ। এর মধ্যে আছে, বরিশালে দপদপিয়া নদীর ওপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, ঢাকার বসিলায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ডেমরায় সুলতানা কামাল সেতু, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর শাহ আমানত সেতু, হালুয়াঘাটে ভোগাই নদীর ওপর ভোগাই সেতু, মাদারীপুর সড়কে শেখপাড়া সেতু, পিরোজপুর সড়কে নাজিরপুর সেতু, গৌড়নদী সড়কে পয়সারহাট সেতু, পাইকগাছা-কয়রা সড়কে কয়রা সেতু, রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে তিস্তা সেতু, রংপুর-পার্বতীপুর সড়কে যমুনেশ্বরী সেতু, বান্দরবানে সাঙ্গু নদীর উপর রুমা সেতু ও থানচি সেতু।
- পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল সেতু, শহীদ শেখ জামাল সেতু ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু, উল্লাপাড়া বেলকুচি সড়কে সোনাতলা সেতু, কক্সবাজারে চৌফলদন্ডী সেতু, রংপুর-দিনাজপুর সড়কে ওয়াজেদ মিয়া সেতু, খুলনা শিবসা সেতুসহ আরও কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণাধীন।
- মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সপ্তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও

দ্বিতীয় মেঘনা-গোমতী সেতু, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু, দাকোপ সড়কে বটিয়াঘাটা সেতু এবং বেতগ্রাম-কয়রা সড়কে শিবসা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।

- টঙ্গী-কালিগঞ্জ রেলক্রসিংয়ে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার, ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক, মোগরাপাড়া চৌরাস্তা, ঢাকা ইপিজেড ও নবীনগর মোড়সহ বেশকিছু স্থানে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ।
- মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতুর জরুরী পুনর্বাসন কাজের প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন।
- মোটরযানের এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে ৬টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ। বিভিন্ন মহাসড়কে আরও অতিরিক্ত ১০টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১১টি এবং কেরানীহাট-বান্দরবান সড়কে ৩টি দুর্ঘটনা-প্রবণ বাঁক প্রশস্তকরণ ও সরলীকরণ।
- কাঁচপুর সেতু ও গাবতলীর আমিন বাজার সেতুর নিচ দিয়ে বিকল্প পথে চলাচলের জন্য সার্কুলার সড়ক নির্মাণ।
- নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি হতে মুন্সিগঞ্জ মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়কের মেরামত কাজ সম্পন্ন।
- কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণাধীন।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক এবং ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-চন্দ্রা সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ অব্যাহত।
- ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সাভার-নবীনগর অংশ ৪-লেনে উন্নীত। কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়ক ও ফেনী-পরশুরাম-বিলোনিয়া সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন ও শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ। বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর সড়ক নির্মাণ। শিমরাইল-ইপিজেড-নারায়ণগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। গৌরনদী-পয়সারহাট-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন। পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে ৬৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৭টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু মেরামত।
- সড়ক-মহাসড়ক মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে স্থায়ী মনিটরিং টিম গঠন।
- ক্রয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ই-প্রকিউরমেন্ট চালু।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণাধীন।
- পিপিপি-র ভিত্তিতে ১৩টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সড়ক তহবিল বোর্ড আইন প্রণয়ন।
- জাতীয় সমন্বিত বহু মাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা এবং সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড ও রংপুর বিভাগীয় সদরের সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ অব্যাহত।
- ন্যাশনাল সেফটি স্ট্রেটিজিক অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন।
- মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন।

- ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু। তিন মাসের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবস্থা রোধ।
- দক্ষ গাড়িচালক তৈরীর লক্ষ্যে ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ড্রাইভার ইন্সট্রাক্টর তৈরী। ২৫ হাজার গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান। রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ী চুরি ও বিভিন্ন অপরাধ রোধ।
- মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেম চালু। রাজস্ব আদায় ৪ গুণ বৃদ্ধি।
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন।
- ঢাকা-মহানগরীর যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগ লাঘবে প্রায় ৩ হাজার মিশুকের পরিবর্তে সমসংখ্যক থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন প্রণয়ন।
- ১৪টি নতুন সার্কেল চালু করে বর্তমানে ৫৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় বিআরটিএ'র কার্যক্রম পরিচালনা। প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি।
- ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন এর আলোকে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, মহেন্দ্র চলাচল নিষিদ্ধকরণ।
- কোরিয়া সরকারের সহযোগিতায় বিআরটিএ তে ডাটা সেন্টার স্থাপন।
- বিআরটিএ ও ব্র্যাকের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় যুব মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিআরটিসি'র বহরে ৭৮৪টি নতুন বাস যুক্ত। যানবহরে মোট ১ হাজার ৩০৬টি বাস ও ১৬২টি ট্রাক।
- যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এক হাজার চালকের পদ সৃজন এবং নিয়োগদান। আরও এক হাজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
- বিআরটিসির বন্ধ থাকা ডিপোসমূহ পুনরায় চালু এবং নতুন ৩৬টি রুট বৃদ্ধি।
- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস পরিচালনা।
- ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
- স্কুলবাস, স্টাফবাস ও মহিলাবাস সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি। মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ।
- ১৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ ৫২ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- টুঙ্গীপাড়ায় ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিআরটিসির সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩টি রুটে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু।
- জাইকার সহযোগিতায় ডিজিটাল সিস্টেমে আইসিটি ফেয়ার কালেকশনের আওতায় এস-পাস কার্ড চালু।
- সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা বাস্তবায়নাধীন।
- ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা মেট্রোরেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত বাস রেপিড ট্রানজিট চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।

- সদরঘাট হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস রেপিড ট্রানজিট নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ গঠন।
- এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় বাংলাদেশের তিনটি রুট অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের ঘুনদুম থেকে মিয়ানমারের বাওয়ালিবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর।
- আখাউড়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
- বনানী রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ যানবাহন চলাচলের জন্য বনানী ওভারপাস উন্মুক্ত করেন।

- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে ৮ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কর্মসূচী গৃহীত।
- মিরপুর থেকে সেনানিবাসের ওপর দিয়ে বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণ শেষ পর্যায়ে।
- ৩ দশমিক ১ কিলোমিটার কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।
- মগবাজার-মালীবাগ ফ্লাইওভার নির্মাণাধীন।

- মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় প্রগতি সরণী ইন্টারসেকশন থেকে বালু নদী পর্যন্ত ৫ দশমিক ৭১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ।
- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর হয়ে ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
- গুলিস্তান-সদরঘাট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা জরীপ সম্পন্ন।

সেতু (২০০৯-২০১২)

- দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান।
- মূল সেতু, নদীশাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজের বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্তকরণ।
- সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ প্রায় সম্পন্ন।
- ১ হাজার ১০৪ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান।
- ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৪টি এলাকার জমির মাটি ভরাটসহ স্কুল, মসজিদ, কাঁচাবাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পয়ঃনিষ্কাশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
- পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে সার্ভিস এরিয়া ও মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের মাটি ভরাট সম্পন্ন।
- দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় এনে পিপিপি'র মাধ্যমে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ রুটে ৬ দশমিক ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে নবনির্মিত ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সড়ক সেতুর উদ্বোধন করেন।

- বঙ্গবন্ধু সেতুর এক্সেস রোড নির্মাণ ও ফাটল মেরামত।
- যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ" নামকরণ।
- ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ৮ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "ইতালিয়ান-থাই ডিভালাপমেন্ট পাবলিক কোম্পানী লিমিটেড" এর সাথে রেয়াতি চুক্তি স্বাক্ষরিত।
- গাজীপুর-বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বাস রেপিড সার্ভিস লেনের ৪ দশমিক ৫ কিলোমিটার এলিভেটেড সেকশন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া সড়কের পাশ দিয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের প্রাক-সম্ভাবনা সমীক্ষা সম্পন্ন। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি পিপিপি'র মাধ্যমে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপর ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- চট্টগ্রাম মহানগরীর এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ঢাকা'র জাহাঙ্গীর গেইট থেকে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা।

রেলপথ (২০০৯-২০১২)

- রেলওয়ে উন্নয়নে ১৮ হাজার ৩১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং ৫ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি সংশোধিত প্রকল্প গ্রহণ।
- ৮ হাজার ৭৭১ কোটি টাকার ৫২টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।
- ৩৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ।
- ১৮০ কিলোমিটার রেলপথের পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন।
- ঢাকা-রংপুর লাইনে রংপুর এক্সপ্রেস, ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে চট্টলা এক্সপ্রেসসহ ৪৫টি (২২ জোড়া) নতুন ট্রেন চালু। ১০টি রুটে ট্রেন সার্ভিস সম্প্রসারণ। বিভিন্ন রুটে ২০ জোড়া ট্রেন সার্ভিস সম্প্রসারণ।১০১ কিলোমিটার রেলপথ মিটার গেজ থেকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর। ৩০০টি রেল ব্রীজ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ। ৮৬টি রেলওয়ে স্টেশন পুনঃনির্মাণ। ৯টি লোকোমোটিভ ও ৫৫টি ওয়াগন সংগ্রহ। ৪টি লোকোমোটিভ ও ২৭৭টি ওয়াগন সংস্কার। ১৭৫টি ক্যারেজ পুনর্বাসন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুন ২০১২ বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব রেলস্টেশন-তারাকান্দি নবনির্মিত রেললাইন উদ্বোধন করেন।

- ১৮টি রেল সিগন্যালিং আধুনিকীকরণ।
- ৫৬৮ কিলোমিটার রেললাইন পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ।
- গৌরীপুর-জারিয়াজাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের ৭৭ দশমিক ৫১ কিলোমিটার মেইল লাইন ও ৪ কিলোমিটার লুপ লাইন নবায়ন। ১৩০ বর্গমিটার স্টেশন বিল্ডিং ও ১ হাজার ৮৫০ বর্গমিটার প্লাটফর্ম শেড নির্মাণ।
- লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনে ৯৫ কিলোমিটার ট্র্যাক লিংকিং ও ৫টি ব্রীজ পুনঃনির্মাণ। ২৩টি নতুন ব্রীজ নির্মাণ ও ২০০টি মিটার প্রটেকশান ওয়াল নির্মাণ।
- রাজশাহী-আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও আমনুরা-রোহনপুর সেকশনে ৮৫ কিলোমিটার ট্র্যাক লিংকিং সম্পন্ন।
- সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনে ২ কিলোমিটার রেল পেয়ারিং এবং স্প্রেডিং সম্পন্ন।
- তারাকান্দি থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ স্থাপন।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেললাইন পুনর্বাসন।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস স্থাপন।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল রেললাইন নির্মাণাধীন।
- ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা-জয়দেবপুর কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় বন্ধ করে দেয়া রেললাইনগুলো চালুর লক্ষ্যে ফরিদপুর-পুকুরিয়া, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ও কুলাউড়া-শাহবাজপুর শাখা লাইনের পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত।
- দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণাধীন।
- ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকিট প্রাপ্তি।
- ইন্টারনেটে ট্রেনের তথ্য জানার সুবিধা চালু।

- ভারতের ১০০ কোটি ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রায় ৬৫ কোটি ডলার ব্যয়ে রেলওয়ের ১২টি প্রকল্প গ্রহণ।

নৌ-পরিবহন (২০০৯-২০১২)

- অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর নাব্যতা রক্ষা ও নৌ-চলাচল নিরাপদ করতে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ৩৬ বৎসর পর নদী ড্রেজিং উপযোগী ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি ড্রেজার ক্রয়। এর পূর্বে ১৯৭২ সালে ২টি ও ১৯৭৫ সালে ৫টি ড্রেজার সংগ্রহ। ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি অচল ড্রেজার মেরামত ও পুনর্বাসন।
- ৩৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ১৪টি ড্রেজার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মাওয়া-চরজানাজাত, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, হরিণা-আলুবাজার, লাহারহাট-ভেদুরিয়া, ঢাকা-বরিশাল, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, পটুয়াখালী-গলাচিপা, ভৈরব-ছাতক, ইছামতি ও ছলিমগঞ্জ রুটে ২৯৬ কিলোমিটার নৌপথ ড্রেজিং।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ জানুয়ারী ২০১২ মানিকগঞ্জে পদ্মা নদীর নাব্যতা বাড়াতে খনন কাজ উদ্বোধন করেন।

- বালুনদী, মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ নৌপথে কুমার নদী, মধুমতি নদী ও লোয়ারকুমার এবং গোমতী নদী খননের মাধ্যমে ৮৩ কিলোমিটার নৌপথ চালুকরণ।
- যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ করতে নোয়াপাড়া, বরগুনা, টঙ্গী ও ভৈরবে ৪টি অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর স্থাপন।

- সমুদ্র বন্দরে কন্টেইনার জট হ্রাসে পানগাঁও ও আশুগঞ্জে ২টি কন্টেইনার নৌবন্দর স্থাপন।
- ঢাকা ও বরিশাল নদী বন্দর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন।
- দেশে দক্ষ নাবিক তৈরীর লক্ষ্যে বরিশালে একটি ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং মাদারীপুরে একটি শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন।
- ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জে কাঁচপুর এবং চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও কুমিরায় নৌযান ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন।
- ঢাকা মহানগরীতে বিকল্প পরিবহণের ব্যবস্থা সৃজন, পরিবেশ দূষণ রোধ, বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ হ্রাস এবং পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার চারিদিকে ৭০ কিলোমিটার নৌপথ সৃজন।
- বৃত্তাকার নৌপথের জন্য ২টি ওয়াটার বাস নির্মাণ। আরও ৪টি ওয়াটার বাস নির্মাণাধীন।
- ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-বরিশাল রুটে যাত্রী পরিবহনের জন্য ২টি জাহাজ নির্মাণাধীন।
- ঢাকার চারিদিকে নদী তীরে ২ হাজার ৩০৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ। ৯৫ একর তীর ভূমি উদ্ধার। দখলমুক্ত স্থানে একটি ইকো পার্ক ও ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ।
- ঘূর্ণিঝড় আইলা'য় ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি পন্টুন, ৭টি লাইটেট বয়া ও ১৫টি জেটি মেরামত এবং ১টি পাইলট বিশ্রামাগার নির্মাণ।
- ঘূর্ণিঝড় সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকা-খুলনা নৌরুটে ২টি পন্টুন, ৭টি স্টিল গ্যাংওয়ে ও ১৮টি স্টিল স্পাড নির্মাণ।
- উপকূলীয় এলাকা ও ঝুঁকিপূর্ণ রুটে চলাচলের জন্য ৪টি যাত্রীবাহী সী ট্রাক সংগ্রহ।
- ৩১ কোটি ব্যয়ে ১টি রো রো ফেরী, ১টি রো রো পন্টুন ও ২টি ইউটিলিটি পন্টুন নির্মাণ। ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি রো রো ফেরী, ২টি কে টাইপ ফেরী ও ৫টি পন্টুন পুনর্বাসন।
- পাটুয়া-দৌলতদিয়া, মাওয়া ও চরজানাজাত ঘাট যানজটমুক্ত রাখতে ৪টি রেকার সংগ্রহ। পাটুরিয়া-কাজিরহাট ফেরী সার্ভিস চালু।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ মার্চ ২০১২ বরিশাল লঞ্চঘাটে নব-নির্মিত দ্বিতল টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন।

- ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণাধীন।
- দুর্ঘটনা কবলিত জলযান উদ্ধার সহজতর করার লক্ষ্যে ৩৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উদ্ধারকারী জলযান ক্রয়।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি।
- হাইড্রোগ্রাফিক জরীপের জন্য ২টি জরীপ জাহাজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- ১৬টি পুরাতন জলযান পুনর্বাসন। যাত্রী উঠানামা সহজ করার লক্ষ্যে ১৮টি পন্টুন স্থাপন। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উপকূলীয় জাহাজ পুনর্বাসন।
- চট্টগ্রাম বন্দরে দক্ষতার সাথে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ৮৯টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- বন্দর চ্যানেলের নিয়মিত জরীপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পিভি রক্ষী" জাহাজ ক্রয়। আরেকটি জাহাজ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কন্টেইনারবাহী ট্রেইলারের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে টু স্টেজ গেট কমপ্লেক্স এবং মহেশখালের উপর সেতু নির্মাণ।
- বন্দরকে গতিশীল ও জাহাজের টার্ন এরাউন্ড টাইম কমানোর লক্ষ্যে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন।
- ৮ হাজার টুয়েন্টি ফুট ইক্যুইভেলেন্ট ইউনিট (টিইইউ) ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নর্থ কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ।
- নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাকআপ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণাধীন।
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশ হতে জমাকৃত ৩৬ লক্ষ ঘনমিটার পলি অপসারণের মাধ্যমে বন্দর চ্যানেলে জাহাজ চলাচলের জন্য ৪৫০ মিটার জেটি নির্মাণাধীন।
- জেটিতে অবস্থানরত জাহাজ পর্যবেক্ষণ, নৌযানের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো ও নিরাপদ পাইলটেজ নিশ্চিত করতে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি বিল্ডিং, কন্ট্রোল রুম, ৪টি রাডার, ৯টি ক্যামেরা, ল্যাটিচ টাওয়ার ও ২টি ওয়ার্কস্টেশন নির্মাণাধীন।
- বন্দরে জাহাজ চলাচল নিরাপদ করতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি বিএইচপি টাগ বোট ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাহাজের পানির চাহিদা পূরণে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সী গোয়িং ওয়াটার সাপ্লাই ভ্যাসেল ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বন্দরে শ্রমিকদের সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শ্রমশাখা ও মেডিক্যাল সেন্টার চালু। শ্রম সম্পর্ক উন্নয়ন।

- বন্দরের ক্ষতিকারক বিকিরণধর্মী মালামাল সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রধান গেটসমূহে ৪টি রেডিয়েশন ডিটেকশন ইক্যুপমেন্ট সিস্টেম স্থাপন।
- বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সিসিটিভি, আন্ডার ভেহিক্যাল ইনসপেকশন সিস্টেম, প্রক্সিমিটি বেইসড আইডি কার্ড, টু স্টেজ গেট কন্ট্রোল সিস্টেম ও স্ক্যানার মেশিন স্থাপন।
- চট্টগ্রাম-সাংহাই সরাসরি কন্টেইনার জাহাজ চলাচল শুরু। ৪ সপ্তাহের পরিবর্তে ২ সপ্তাহে পণ্য পরিবহন।
- ২১ হাজার ৯৯২ বর্গমিটার ২টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ।
- আধুনিক ক্রেন পরিচালনায় দক্ষ অপারেটর তৈরীর লক্ষ্যে সিমুলেটর ক্রয়।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য ২৫ তলা টাওয়ার নির্মাণাধীন।
- বন্দরের হারবার এলাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে অয়েল এন্ড সলিড ওয়াস্ট রিসেপশন ভ্যাসেল সংগ্রহ।
- সব ধরণের যান চলাচল সহজ করতে বন্দর এলাকার রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন।
- মংলা বন্দর উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রদান।
- ১ কোটি টন আমদানি-রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি।
- ৩৪৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয়। লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত।
- ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪টি কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- জেটি, ইয়ার্ড, সেডসহ বন্দর এলাকার ১২ কিলোমিটার রাস্তা ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ।
- ১টি পন্টুন পুনর্বাসন। ১টি ড্রেজার ও ১টি ক্রেন বোট, ২টি পাইলট বোট, ১৬টি বয়া ক্রয়। বন্দর এলাকার প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়ন।
- পশুর চ্যানেলের আউটার বার ও হারবার চ্যানেল এলাকায় ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ।
- রামগড়, হালুয়াঘাটে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, নাকুগাঁও শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা।
- কুড়িগ্রামে সোনাহাট, চিলাহাটি, প্রাগপুর, জীবননগর, তেগামুখ ও মুজিব নগরকে স্থল বন্দর ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ।
- বেনাপোল স্থল বন্দরের উন্নয়নে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দর এলাকা সম্প্রসারণ, ৬ হাজার ৫০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ওয়্যার হাউজ, ৫৬ হাজার ৪০০ বর্গমিটার ২টি ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ১টি বাস টার্মিনাল ও ১টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন।
- স্থল বন্দরটির আরও উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং ১২৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ।
- বুড়িমারি স্থল বন্দর উন্নয়নে ৮০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি, ২০০ ট্রাক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সশীপমেন্ট ইয়ার্ড এবং ১ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রানজিট সেড নির্মাণ।
- ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়নে ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দর এলাকা সম্প্রসারণ, ১০০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়ে ব্রীজ, ১টি ওয়্যার হাউজ এবং ১টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ।

- আখাউড়া স্থল বন্দর উন্নয়নে ১টি ওপেন ইয়ার্ড, ১টি ওয়্যার হাউজ এবং ১টি ওয়ে ব্রীজসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ।
- নাকুগাঁও স্থল বন্দর উন্নয়নে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দর এলাকা সম্প্রসারণ, ১টি ওয়ে ব্রীজ, ১টি ওয়্যার হাউজ এবং ১টি ওপেন স্টেক ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণাধীন।
- স্থল বন্দরগুলোর উন্নয়নের ফলে এসব বন্দর দিয়ে আমদানি ৪৬ শতাংশ এবং রপ্তানি ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি।
- দেশীয় নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানসহ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২ হাজার ৭০০ জন নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাকে বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি প্রদান।
- মেরিটাইম প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী করার মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি। নাবিকদের সনদ ২৫টি দেশে স্বীকৃতি প্রদান। ২০ হাজার ২০০ জন নাবিক ও নৌ কর্মকর্তা দেশী-বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থান।
- সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় দেশগুলোর জাহাজে বাঙালিদের চাকুরী করার নিষেধাজ্ঞা ২৮ বছর পর প্রত্যাহার। ৫ হাজার নাবিকের চাকুরী লাভের সুযোগ সৃষ্টি।
- রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা ১৮টি থেকে ৬৯টি তে উন্নীত। নৌ বাণিজ্য বৃদ্ধি।
- ডক ইয়ার্ড নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ নীতিমালার আওতায় ৪৩টি ডক ইয়ার্ড অনুমোদন। আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক বাজারে ক্যাডেটের চাহিদা পূরণে ১৪টি বেসরকারী মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। ১ হাজার ৫০০ জন নতুন ক্যাডেট গড়ার সুযোগ সৃষ্টি।
- নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ হাজার ৬০০টি নৌযান সার্ভে পরিচালনা। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নৌযান রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ সৃষ্টি।
- নৌ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশীয় নৌযানের জন্য ১১ হাজার ৩০০ জনের মাস্টার ও ড্রাইভারশীপ পরীক্ষা গ্রহণ।
- সঠিক মানের নৌযান তৈরী নিশ্চিতে ১ হাজার ২১৪টি ড্রইং ও ডিজাইন অনুমোদন।
- দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজের দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে ৫ হাজার মেরিন অফিসারের পরীক্ষা গ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক নৌ পথে নৌ নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লং রেঞ্জ আইডেনটিফিকেশন ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন।
- চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমীর অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। সিমুলেটর সংগ্রহ। অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম কলেজের সাথে গবেষণা সম্পর্ক স্থাপন। বার্ষিক ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা ১০০ থেকে ৩০০ তে উন্নীত। এর মধ্যে ২০ জন নারী ক্যাডেট।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা।
- বরিশাল, পাবনা, রংপুর ও সিলেটে ৪টি মেরিন একাডেমী এবং মাদারীপুরে একটি সীফেয়ারার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন।
- ঢাকায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন।

- ৬টি নতুন জাহাজ ও ১টি মাদার ট্যাংকার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ৩৫ বছরের পুরোনো দুইটি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ পুনর্বাসন শেষে চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রুটে চালু।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ফিডার রুট নারায়ণগঞ্জ থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত।
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ প্রটোকল অনুযায়ী আশুগঞ্জ নৌবন্দরকে পোর্ট অব কল এবং ট্রান্সশীপমেন্ট পয়েন্ট হিসেবে ঘোষণা।
- দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ উদ্ধারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান নির্মাণ।
- ঢাকা-বরিশাল নৌপথে চলাচলের জন্য ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি যাত্রীবাহী আধুনিক জাহাজ নির্মাণাধীন।
- উপকূলীয় জনগণের জন্য ২টি আধুনিক নৌযান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- নদী রক্ষা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের উদ্যোগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় মোট ১২ হাজার ৫১৭টি পিলারের মধ্যে ৮ হাজার ৮১২টি পিলার স্থাপন।
- ঢাকা শহরের চারিদিকে নদী সীমানা চিহ্নিত করে ৫ কিলোমিটার ওয়াক ওয়ে নির্মাণ। আরও ১৬ কিলোমিটার ওয়াক ওয়ে নির্মাণাধীন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম নদী বন্দরের আশেপাশের ১ হাজার ৮৭৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাহাজের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের লক্ষ্যে জাহাজ শুমারি অব্যাহত।

বেসামরিক বিমান পরিবহন (২০০৯-২০১২)

- সর্বাধুনিক ৭৭৭-৩০০ ইআর মডেলের ২টি উড়োজাহাজ জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বহরে সংযুক্ত।
- তৃতীয় প্রজন্মের আরও ২টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে ১১ কোটি ৮৪ লক্ষ ডলার পরিশোধ।
- সিলেট অঞ্চলের যাত্রীদের সুবিধার্থে বিমানের সপ্তাহে ২দিন সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু।
- প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করার লক্ষ্যে হুইল চেয়ার ও সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্যকারী সেবা প্রদান চালু।
- বিভিন্ন বিমান বন্দরের জন্য গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুপমেন্ট ক্রয়।

- যাত্রীদের আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে যাত্রীদের বিমানের টিকিট ক্রয়ের সুবিধা প্রবর্তন।
- বিমানের প্রধান কার্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ।
- বিমান ২০১২ সালে ৫৪ হাজার ১৭৯ জন হজ্জযাত্রী পরিবহনের রেকর্ড সৃষ্টি। ৮০ কোটি টাকা লাভ।
- ১৫০ জন বৈমানিককে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী-সুবিধা বৃদ্ধি।
- বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে কার্গো মালামাল স্ক্যানিং এর জন্য ২টি কার্গো স্ক্যানিং ও ১টি হ্যান্ডি লাগেজ মেশিন স্থাপন।
- ৭৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দরের রানওয়েতে নিরাপদে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ, টেক্সিওয়ে শক্তিশালীকরণ, পার্কিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি ও বিমানবন্দর আপগ্রেডেশন বাস্তবায়নাধীন।
- যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২টি বোর্ডিং ব্রিজসহ ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বছরে ৮ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়নে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কার্গো হ্যান্ডলিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি।
- ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সুপরিসর বিমান উড্ডয়ন-অবতরণের লক্ষ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নাধীন।
- বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা কর্তৃক আরোপিত সিগনিফিকেন্ট সেফটি কনসার্ন প্রত্যাহার। দেশের নতুন এয়ারলাইনস নির্বিঘ্নে বিদেশের যেকোনো গন্তব্যে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি।
- আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রিজেন্ট এয়ারওয়েজকে এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট প্রদান। নভো এয়ারকে অনাপত্তি সনদ প্রদান।
- রাজশাহী ও সৈয়দপুর রুটে ফ্লাইট চলাচল শুরু। রাজশাহী বিমানবন্দরে ২টি ফ্লাইং স্কুলের প্রশিক্ষণ ফ্লাইট পরিচালনা। বরিশাল বিমানবন্দরে ফ্লাইট চালু।
- দেশে এ্যারোনটিক্যাল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শুরু।
- বাংলাদেশের সিভিল এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস অর্গানাইজেশন এর সদস্যপদ লাভ।
- বিশ্বব্যাপী নতুন ফ্লাইট প্ল্যান পদ্ধতি চালুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও অটোমেটিক মেসেজ সুইচিং সিস্টেমের আপগ্রেডেশন।

- তুরস্ক, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমীরাত, মালয়েশিয়া, জর্দান, শ্রীলংকা, মায়ানমার ও ভূটানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি পর্যালোচনা।
- প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল প্রায় ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন।
- রূপসী বাংলা হোটেল পরিচালনার জন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস্ গ্রুপের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর। ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের পর ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে "ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা" নামে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- হোটেল শেরাটন ৩৭৯ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন।

পর্যটন (২০০৯-২০১২)

- পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট, ২০১১ উপলক্ষ্যে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র "বিউটিফুল বাংলাদেশ" জাগরেবে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন প্রামাণ্যচিত্র প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার।
- জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন।
- "ভিজিট বাংলাদেশ" কর্মসূচীর আওতায় জাপান, চীন, যুক্তরাজ্যসহ সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে প্রচারাভিযান পরিচালনা।
- বিদেশী পর্যটকদের এদেশে আগমন সহজতর করার লক্ষ্যে ৩৯টি দেশ এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসহ যেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই সে সকল দেশকে অন এরাইভাল ভিসা প্রদান।
- পর্যটন বিকাশে বেসরকারী ট্যুর অপরেটরদের জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, সিঙ্গাপুর, ভারত, স্পেন, জার্মানী ও কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত ২০টি পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ।
- সার্ক ট্রেড ফেয়ার এন্ড ট্যুরিজম মার্ট এর আয়োজন।
- বিদেশী ট্যুর অপারেটর ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশে একটি পরিচিতিমূলক ভ্রমণের আয়োজন।
- জাতির পিতা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে কান্তজিউ মন্দির ও দিনাজপুর মোটেলের পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি। মৌলভীবাজার ও জাফলংয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নাধীন।
- ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী ও রংপুরে পর্যটক সুবিধা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।
- কিশোরগঞ্জ এবং রাজশাহী পর্যটন মোটেল আধুনিকায়ন।

- ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ ও কক্সবাজারে হোটেল শৈবালের সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাঙ্গামাটিতে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণাধীন।
- বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন এবং জাতীয় পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন।
- কক্সবাজার ও কুয়াকাটার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ কুয়াকাটায় পর্যটন মোটেল ও ইয়ুথ ইন উদ্বোধন করেন।

- ৮০০টি পর্যটন-আকর্ষণ স্পট চিহ্নিতকরণ।
- পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিবছর ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৭টি বিভাগীয় শহরসহ কয়েকটি জেলা শহরে পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- দেশী-বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কুয়াকাটায় একটি মোটেল নির্মাণ। ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দিরের উন্নয়ন।
- পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন।

পানি সম্পদ (২০০৯-২০১২)

- পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর আলোকে পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর-বাঁওড়ের উন্নয়নে ২ হাজার ৯০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন। আরও ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা ও ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০টি বড় সেচ প্রকল্পসহ মোট ৭৫১টি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ। ৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ।
- ৬০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান। প্রতিবছর ৯৮ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- সমুদ্র থেকে ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ১ হাজার ২০ বর্গকিলোমিটার ভূমি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে নতুনভাবে সংযোজন।
- দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গন রোধ ও ড্রেজিংকৃত বালি ও মাটি দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১ হাজার ৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি ড্রেজার, আনুষঙ্গিক জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ১ হাজার ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীর ৩০ কিলোমিটার ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ।
- সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট এবং টাঙ্গাইলের নলিনীবাজার এলাকায় যমুনা নদীতে ২২ কিলোমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন। ৮ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার।
- ৯৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ। ৩০ কিলোমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন। সুন্দরবন এলাকার লবণাক্ততা হ্রাস।
- মধুমতি নদী ও কপোতাক্ষ নদের ড্রেজিং অব্যাহত। চন্দনা বারাশিরা নদীর ৯০ কিলোমিটার এবং জুরী নদী ড্রেজিং সম্পন্ন। হাকালুকি হাওরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।
- যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার ভবদহ ও তৎসংলগ্ন ২৭টি বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন। ৭৪ হাজার হেক্টর এলাকা বন্যামুক্ত। ৪০ হাজার হেক্টর জমির কৃষি ও মৎস্য চাষের আওতাভুক্ত। অতিরিক্ত আড়াই লক্ষ টন ধান উৎপাদন।
- জলাবদ্ধতা দূরীভূত করার জন্য বিল খুকশিয়ায় টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ৩০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। সমুদ্র এলাকার ২০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি।

- সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর জেলার পোল্ডারগুলো এবং আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার পোল্ডারগুলো মেরামত ও পুনর্বাসন।
- ঢাকার গোড়ান চাটবাড়ী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে পাম্প স্টেশন সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনরোধে ২৪ কিলোমিটার নদী তীর সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ১২টি বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ। প্রতি বছর ৯৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলার হাওর এলাকার উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান তৈরী। এর আওতায় প্রতি বছর হাওর এলাকার ১ হাজার ৮৮৬ কিলোমিটার ডুবন্ত বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৩ লক্ষ হেক্টর এলাকার ফসল রক্ষা। কালনি-কুশিয়ারা নদীর খনন অব্যাহত।
- ৯৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পটুয়াখালী, বরগুনা ও খুলনা অঞ্চলে অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় নারীর ক্ষমতায়ন ও মালিকানাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে পোল্ডারের পানি অবকাঠামো পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন। এলাকার ফসল উৎপাদন ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি।
- ২৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ১ লক্ষ হেক্টর এলাকার ১৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন।
- নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার উপকূলীয় এলাকার জেগে ওঠা চর উন্নয়ন। চরের ১৫ হাজার ৯০৩ একর জমি, ১১ হাজার ২৫৮টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান ও তাদের পুনর্বাসন।
- নোয়াখালী সদর ও হাতিয়া উপজেলায় উপকূলীয় ৩০ হাজার ৭০০ হেক্টর জমি রক্ষণাবেক্ষণ। ২৬ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন। ৩৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ।
- ৯৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশব্যাপী পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। এর আওতায় ২০০টি স্কীম গ্রহণ। ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০০ হেক্টর এলাকা বন্যামুক্ত। নদী ভাঙ্গন হ্রাস ও চাষাবাদ বৃদ্ধি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত।
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ। দেশের ৩৮টি পয়েন্টে বন্যার আগাম পূর্বাভাস ৩ দিনের স্থলে ৫ দিনে উন্নীত।
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা বাংলা ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশ এবং মোবাইলের মাধ্যমে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা চালু।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তঃদেশীয় নদ-নদীর পানি বন্টন ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সমীক্ষার জন্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সমীক্ষা দল গঠন। সমীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত।
- ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি। গঙ্গা চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প সমীক্ষা সম্পন্ন।